জয়দেবপুরে—

শ্যালাবাবুর কাণ্ড

কলিযুগে শ্যালার কাণ্ড
শুন্‌তে লাগে চমৎকার,
আশু, শ্যালায় যুক্তি ক'রে
প্রাণে মারে রাজকুমার।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ও প্রকাশিত
হারবাইদ, পোঃ টঙ্গী, ঢাকা।

১৩৪৩

বিষাদ ভরা বই খানা
মূল্য মাত্র অর্দ্ধ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—C/o শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (মোক্তার)—মালীটোলা, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
C/o শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (মোক্তার)—
মালীটোলা, ঢাকা।

মাতৃ পূজা

শীঘ্রই বাহির হইবে।

ঢাকা
নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে
শ্রীকালাচাঁদ বসাকদ্বারা মুদ্রিত

ভাওয়াল কবিতা

শ্যালার কাণ্ড

সরস্বতী মম প্রতি, করগো করুণা,
আশ্চর্য্য রহস্য কথা, করিব বর্ণনা,
ভাওয়ালের রাজার বাড়ী।

ভাওয়ালের রাজার বাড়ী, স্বর্গপুরী, দেখিতে সুন্দর,
কতশত দালান কোঠা, দেখ্‌তে মনোহর,
যেন ইন্দ্রপুরী।

যেন ইন্দ্রপুরী, রাজার বাড়ী, রাজা বাহাদুর,
রায় রাজেন্দ্র নামে রাজা, ছিল দেবপুর,
হইল তিনটী কুমার।

হইল তিনটী কুমার, বলুব কি আর, দেখিতে সুন্দর,
দিনে দিনে বাড়ে যেন পূর্ণ শশধর,
গেল রাজা মারা।

গেল রাজা মারা, রাজা ছাড়া, ভাওয়ালবাসী যত,
চোখের জলে, বুক ভাসায়ে, কান্দে অবিরত,
কান্দে দিবানিশি।

কান্দে দিবানিশি, হা হুতাশী, ভাওয়াল প্রজাগণ
তাহা দেখে মনের দুঃখে, কোলে তুলে লন,
রাণী বিলাসমণি।

রাণী বিলাসমণি রাজরাণী, সন্তানের তরে,
নিজে বসে সিংহাসনে, রাজ্য শাসন করে,
সুখে রাখ্‌ত প্রজা।

সুখে রাখ্‌ত প্রজা দিত সাজা, দুষ্ট পাপাচারে,
অন্ন দান, বস্ত্র দান, করত অকাতরে,
গেল অল্প কয়দিন।

গেল অল্প কয়দিন, হ'ল কু-দিন, রাণী গেল মারা,
ভাওয়ালবাসী কান্দে বসি, হ'য়ে মাতৃ-হারা,
হইল কপাল মন্দ।

হইল কপাল মন্দ, ভাওয়াল অন্ধ, বল্‌ব কিরে ভাই,
(আমি) বল্‌ব যাহা, শুন্‌বে তাহা, বল্‌তে দুঃখ পাই,
রাজার বড় কুমার।

রাজার বড় কুমার, হ'ল আবার, রাজ্য অধিকারী,
মেঝো কুমার, ছোট কুমার, হ'ল সহকারী,
লাগে গণ্ডগোল।

লাগে গণ্ডগোল, হরি বল, পঞ্চমকার কত,
সাঙ্গ পাঙ্গ জুটে এ'ল বন্ধু শত শত,
লাগ্‌ল মদের ঘটা।

লাগ্‌ল মদের ঘটা, রাজার বেটা, বেহুস হ'ল বটে,
চোর, চোট্টা, গুণ্ডা এল, আসর গেল জুটে,
লাগ্‌ল হুলাহুলি।

লাগ্‌ল হুলাহুলি, কৌতুহলী, ইয়ার বন্ধুগণ,
হেন কালে সত্য আসি, দিল দরশন,
বাবু সত্য শ্যালা!

বাবু সত্য শ্যালা, নাটাইর শলা, ঘোরে বাড়ী বাড়ী,
পায়ে দিয়ে চটি জুতা, কর্‌ছে বাহাদুরী,
থাকে বোনাইর সঙ্গে।

থাকে বোনাইর সঙ্গে মনোরঙ্গে, চিকণ খানা খায়,
রাজ পোষাকে, মনের সুখে, ঘুড়িয়া বেড়ায়,
শ্যালার বুদ্ধি পাকা।

শালার বুদ্ধি পাকা, চাইল টাকা, বোনাইর কাছে গিয়া
কল্‌কাতায় কারবার খুলি, তোমার টাকা দিয়া,
টাকা হাজার কুড়ি।

টাকা হাজার কুড়ি, যোগার করি, দিবা তাড়াতাড়ি
তা' না হ'লে, বাড়ী গিয়ে, অন্য ফিকির করি,
শুনে শালার কথা।

শুনে শালার কথা, ঘোড়ে মাথা, তখন কুমার ভাবে
আমার শালায় টাকা নিলে, ভাইয়ের শালায় চাবে,
তখন বলে কুমার।

তখন বলে কুমার, শোন এবার, বলি তোমার ঠাই
এত টাকা যোগার কর', তহবিলে নাই,
শুইনে বোনাইর বচন।

শুইনে বোনাইর বচন, ভাবে তখন, সত্য বাবু শালা
জীবন বীমার টাকা নিব, খেলব নূতন খেলা,
টাকা ত্রিশ হাজার।

টাকা ত্রিশ হাজার, দিব কাবার, ফন্দি আটী মনে
বোনাইর জীবন নাশ করিতে, নানা ফন্দি আনে,
ফন্দি করে বসি।

ফন্দি করে বসি, দিবানিশি, সদা মনে মনে,
দার্জ্জিলিংএ নিয়ে কুমার, বধিব পরাণে,
মনে ধৈর্য্য ধরি।

মনে ধৈর্য্য ধরি, ধন্বন্তরী, আশুর কাছে গিয়ে
খুলে বলে মনের কথা, মাথার কিড়া দিয়ে,
শালায় বুদ্ধি করে।

শালায় বুদ্ধি করে, দেবপুরে, ডাক্তার বাবু নিয়া
বোনাইকে আমার বধ করিবা দার্জ্জিলিংএ গিয়া,
ডাক্তার আশু বাবু।

ডাক্তার আশু বাবু, বল ছে বাবু, এবা কিবা ছাই.
দার্জ্জিলিংএ নিয়ে চল, ভাগটা যেন পাই,
কথা গোপন রেখ।
কথা গোপন রেখ, ভুল নাকো রাখিও গোপনে
এই সত্য করে সত্য, তারা দুই জনে,
সত্য হ'ল এবার।
সত্য হ'ল এবার, ভয় কি আবার, বোনাইকে মারিতে,
ডাক্তার বাবু হ'ল সহায়, টাকার লোভেতে,
টাকার লোভে পড়ি
টাকার লোভে পড়ি, হরি হরি, নিমক হারাম হ'য়ে,
আশু ডাক্তার দেয় মন্ত্রণা, মেজোর কাছে গিয়ে
শুন মেজো কুমার।
শুন মেজো কুমার বলি তোমায়, সিফিলিসের দোষে
ভুগ্‌তে হবে নানা মতে থাকলে গরম দেশে,
চল দার্জ্জিলিংএ।
চল দার্জ্জিলিংএ, তোমার সঙ্গে যাব বন্ধু ভাবে,
ব্যাধি শেষে ফিরব দেশে, মনে শান্তি পাবে,
শুইনে আশুর কথা।
শুইনে আশুর কথা, মেজে তথা, মনে মনে ভাবে
আশু আমার পরম বন্ধু, দার্জ্জিলিংএ যাবে
আমার চিন্তা কি আর।

আমার চিন্তা কি আর, চল এবার, দার্জ্জিলিংএ যাই
(আমার) সঙ্গে যাবে মেজো রাণী, আরো ছোট ভাই,
শুইনে মেজের কথা।

শুইনে মেজের কথা, ঘোরে মাথা সত্য শালা কয়
আমরা তোমার সঙ্গে রব, কেন কর ভয়,
কাজ নাই অন্য জনে।

কাজ নাই অন্য জনে, রাণীর সনে, সঙ্গে যাব আমি
আমা হ'তে বন্ধু তোমার, অন্যে নাহি জানি
মনে ধৈর্য্য ধর।

মনে ধৈর্য্য ধর, যাত্রা কর, দার্জ্জিলিং পাহাড়ে,
আমরা সবে সঙ্গে যাব, চিন্তা কিসের তরে,
কুমার বল্‌ছে তখন।

কুমার বল্‌ছে তখন, আরত এখন, কোন চিন্তা নাই
শুভক্ষণে যাত্রা কর, দার্জ্জিলিংএ যাই,
দেখ পাঁজি খুলে।

দেখে পাঁজি খুলে, পাজির দলে করে কাণাকাণি
শুভক্ষণে যাত্রা করে, দিন ত ভাল জানি,
কুমার যাত্রা করি।

কুমার যাত্রা করি, রাজার পুরী, করে নিরীক্ষণ
জ্যোতির্ম্ময়ী ভগ্নীর কথা করিল স্মরণ,
গেল পুরীর ভিতর।

গেল পুরীর ভিতর, ভগ্নীর গোচর, প্রণাম করে তায়
দার্জ্জিলিংএ যাই গো দিদি, সঙ্গে রাণী যায়
শুইনে মাইজার কথা।

শুইনে মাইজার কথা, ঘোরে মাথা জ্যোতির্ম্ময়ী ভাবে
অকস্মাৎ এ দূরদেশে, কেন একা যাবে,
তখন কুমার বলে,

তখন কুমার বলে সঙ্গে চলে আশু, সত্য, শালা
ওরা থাকতে ভয় কি আমার তারা গলার মালা
কুমার বিদায় হ'ল।

কুমার বিদায় হ'ল, হরি বল, জনমের মতন,
ছেড়ে গেল ঘর বাড়ী আত্মীয় স্বজন,
কবিতা ক্ষেন্ত হইল।

কবিতা ক্ষেন্ত হ'ল, হরি বল, ভবের আশা নাই
একে একে সবাই যাবে পূর্ণ বলে তাই ॥
কুমার দার্জ্জিলিংএ।

কুমার দার্জ্জিলিংএ মনানন্দে, সাঙ্গপাঙ্গ সঙ্গে,
বাড়ীর কথা মনে করি, মনটী উঠে কেন্দে,
ডাকে মুকুন্দ গুণ।

ডাকে মুকুন্দ গুণ, বুদ্ধি নিপুণ, তুমি সেক্রেটারী,
শীঘ্র করে টেলীকর, আমি যাব বাড়ী।
করে টেলীগ্রাম।

করে টেলীগ্রাম, নিজগ্রাম, আসিবে কুমার,
শুইনে তাহা দেবপুরে, আনন্দ অপার,
তখন সত্য শালা।

তখন সত্য শালা, বুদ্ধির ছালা মনে মনে ভাবে,
কুমার যদি বাড়ী যায় সকল আশা যাবে,
ডাকে ধন্বন্তরী।

ডাকে ধন্বন্তরী, বিপদ ভারী, কুমার চলে যায়,
(আমার) সকল আশায় জলাঞ্জলি, কি করি উপায়
তখন আশু ডাক্তার।

তখন আশু ডাক্তার, কি চমৎকার, বন্ধু বটে তার,
মুখে দিল, আশার বাণী, চিন্তা কিসের আর,
থাক ধৈর্য্য ধরি।

থাক ধৈর্য্য ধরি, তাড়াতাড়ি, করিল গমন,
মেজের কাছে গিয়ে বলে, আছ হে কেমন,
বলে মেজ কুমার।

বলে, মেজ কুমার, বল্‌ব কি আর কা'ল্‌কে যাব বাড়ী
তোম্‌রা সবাই ঠিক হয়ে যাও, আর ক'রব না দেরী,
তখন আশু ডাক্তার।

তখন আশু ডাক্তার বলে, কুমার (তোমার) মুখখানি যে ভারী
শীঘ্র করি ঔষধ আনি খাওগে তাড়াতাড়ি,
তোমার অসুখ ভারী।

তোমার অসুখ ভারী, তাড়াতাড়ি ঔষধ এনে দিল,
বন্ধু ভেবে সরল প্রাণে ঔষধ পিয়ে খেল,
সবাই হরি বল।

সবাই হরি বল ভেবে চল, ভবে বন্ধু নাই,
অর্থ লোভে স্বার্থ ভোগী সকল দেখ্‌তে পাই,
শুন তাহার পরে।

শুন তাহার পরে হায় হায় করে গেলাস ধরি হাতে,
সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলে উঠে দারুণ বিষের তাপে,
হইল অঙ্গ কালা।

হ'ল অঙ্গ কালা বিষের জ্বালা দেখে অন্ধকার,
(দারুণ) পিপাসাতে বুক ফেটে যায় করিছে চীৎকার,
থাকি একলা ঘরে।

থাকি একলা ঘরে, ছট্‌ফট্ করে, দারুণ পিপাসায়,
পাপিষ্ঠের দল, দেয় না রে জল আমার প্রাণ যায়,
কোথায় প্রাণেশ্বরি

কোথা প্রাণেশ্বরি, প্রাণে মরি, দারুণ পিপাসায়,
একবার মোরে দাও গো দেখা আমার প্রাণ যায়,
তখন রাণী শোনে।

তখন রাণী শোনে, নিজের কাণে, স্বামীর প্রাণ যায়
কাছে যেতে পারে না সে বাধা দিছে তায়,
ঘরে শিকল আটা।

ঘরে শিকল আটা, পাকা কোঠা, অন্য উপায় নাই,
কাঁদে রাণী ঘরে ব'সে কেমন করে যাই,
হ'ল জ্ঞান হারা।

হ'ল জ্ঞান হারা, দেয় না সাড়া, মুখে নাই আর বাণী
কেন্দে আকুল ব্যাকুল হ'য়ে ভূমে পড়ে রাণী
(তখন) কুমার অচেতন।

কুমার অচেতন, হয় তখন, দেখে শালার দলে,
শ্মশান বন্ধু ডাকিবারে তাড়াতাড়ি চলে,
চলে শীঘ্র করি।

চলে শীঘ্র করি, বলে হরি, হ'ল সুসময়,
মনের আশা পূরণ কর হরি দয়াময়,
আসে শ্মশান বন্ধু।

আসে শ্মশান বন্ধু প্রাণের বন্ধু দুই দলেতে মিলি,
নিয়ে যাচ্ছে শ্মশান ঘাটে, মুখে হরি বলি,
সবাই হরি বলে।

সবাই হরি বলে, নিয়ে চলে, জ্যেন্ত কুমার ধরি,
বাঁশের দোলাতে, কুমার ডাকে হরি হরি,
কোথা দীনবন্ধু।

কোথা দীন বন্ধু শ্মশান বন্ধু, দিবে এখন পোড়া,
(কথা) বল্‌তে নারি বিষের জ্বালায় হইলেম আমি মরা
রক্ষা কর মোরে।

রক্ষা কর মোরে, এ সময়ে, কাছে বন্ধু নাই,
সঙ্কট সময়ে রক্ষা করেন গোসাঁই,
শুনল কাতর বাণী।
শুইনে কাতর বাণী, শিব ভবানী, শিলা বৃষ্টি দিয়ে,
শিলার চোটে পলায় সবে মরা পথে থুয়ে,
সবাই হরি বল।
সবাই হরি বল, ভেবে চল ভবে বন্ধু নাই,
ভবের বন্ধু দীন বন্ধু, যা করেন গোসাঁই,
শুন তাহার পরে।
শুন তাহার পরে, পথের ধারে, সাধু মহাত্মন ;
আসি তথা, অকস্মাৎ, দিল দরশন,
সাধু দর্শণ দাস।
সাধু দর্শন দাস, বিপদ নাশ, করিবার তরে,
কোলে তুলি, মরা কুমার নিয়ে গেল ঘরে,
কুমার মরে নাই।
কুমার মরে নাই, দেখে তাই, কাঁপে থরে থরে,
শিলার জলে বিষের খেলা।গয়াছে তার দূরে,
কুমার বাঁচল প্রাণে।
কুমার বাঁচল প্রাণে, নামের গুণে, বিপদ গেল তরি,
তাই বলিরে ভাওয়ালবাসী মুখে বল হরি,
পূর্ণ বলে এখন।

পূর্ণ বলে এখন, দেখবে যখন, হবে সমন জারী
বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে মুখে বল হরি,
কবিতা ক্ষেন্ত হ'ল।

কবিতা ক্ষেন্ত হ'লে, হরি বল ক্ষান্ত দিনু ছড়া।
ইহার পড়ে মাতৃ পূজা লিখব্ বড় কড়া॥

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (মোক্তার)—
মালীটোলা, ঢাকা

২। ইয়ঙ্গবেঙ্গল ষ্টোরস্—
৫৫নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

৩। শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ—হারবাইদ

৪। শ্রীপ্রসন্নকুমার দত্ত—বিলাসপুর

৫। শ্রীমুনিমোহন পাল—নবাবপুর

৬। শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (কবিরাজ)—
পুবাইল বাজার

৭। শ্রীবিনয়ভূষণ দে মুন্সী—
পেপার ট্রেডিং কোম্পানী
৫।১নং বাবুরবাজার, ঢাকা।